সমকাল

তারিখ ১০ JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

■ সাব্বির নেওয়াজ

সারাদেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরে একই চিত্র। নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ তুলে প্রতি মাসে শত শত লিখিত অভিযোগ আসছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। তবে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের এখতিয়ার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির হাতে থাকায় এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপের সুযোগ কম।

প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একই চিত্র

মেধা উপেক্ষা করে নিয়োগ বাণিজ্য, আঞ্চলিকরণ, উৎকোচ ও দলীয়করণের কারণে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীরাই নিয়োগ বাগিয়ে নিচ্ছেন। ফলে দিন দিন শিক্ষকতার পেশা হয়ে পড়ছে মেধাশূন্য। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শিক্ষক নিয়োগে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আসে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। তবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন অনুসারে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় তারা অসীম ক্ষমতা ভোগ করে। এ ছাড়া নিয়োগে দলীয়করণের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই সবচেয়ে বেশি।

গত এক মাসে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বহু অভিযোগ শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দায়ের হয়েছে। মন্ত্রণালয় এগুলো ফাইলবন্দি করে রেখেছে। জাতীয় নির্বাচনের কারণে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি। যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার এসএসজি বরণডালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির বিরুদ্ধে কয়েক লাখ টাকার বিনিময়ে গোপনে চার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ তুলে গত সপ্তাহে এলাকাবাসী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। ইউএনও অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন এবং বিষয়টি তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরেও জানান। দিনাজপুরের বিরলের মোহনা মঙ্গলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান) নিয়োগে মেধার মূল্যায়ন না ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

করে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার কালিদাস কলিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করছে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস। টেকনাফের হোয়াইক্যং বাহারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও একই অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরিচালনা কমিটির ৮ সদস্য নিয়োগের বিষয়ে কিছুই জানতেন না বলে অভিযোগ করেছেন। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে শাহাজাহান বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়োগে অনিয়মের মাত্রা আরও বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পৃথক কয়েকটি তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গত পাঁচ বছরে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে বহুমাত্রায় অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। এর মধ্যে আটটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির শীর্ষে। এগুলো হলো রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউজিসি জানায়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০০ অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ তিন কোটি ৮০ লাখ টাকা। ইউজিসির তদন্ত প্রতিবেদনে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সাড়ে চার বছরে ৯৪ শিক্ষক এবং ১৭১ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম ধরা পড়ে। এ ক্ষেত্রে দলীয়করণ ও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে তীব্র আন্দোলনের মুখে উপাচার্য এম আলাউদ্দিন ও উপ-উপাচার্য মো. কামাল উদ্দিনকে সরিয়ে দেয় সরকার। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত চার বছরে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে গত কয়েক বছরে অভ্যন্তরীণ প্রায় দুই ডজন শিক্ষককে উচ্চতর পদে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে সাতজন অধ্যাপক, আটজন সহযোগী অধ্যাপক ও আটজন সহকারী অধ্যাপক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা কর্মকর্তার নয়টি পদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ২২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনিয়মের বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

এসব অনিয়ম প্রসঙ্গে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী সমকালকে বলেন, নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ পেলে ইউজিসি থেকে তদন্ত করা হয়। তদন্ত করে সুপারিশসহ সরকারের কাছে প্রতিবেদন পাঠানো হয়। ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ সরকারের।

শিক্ষক নিয়োগে অহরহ অনিয়ম হচ্ছে স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের আইনগত দায়িত্ব পরিচালনা কমিটির। তাদের নীতি-নৈতিকতার ওপর সবকিছু নির্ভর করে। দুর্নীতির লাগাম রাতারাতি টানা যায় না। তিনি বলেন, শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। তারা অনৈতিক পন্থায় চাকরিতে ঢুকে পড়লে নিজ শিক্ষার্থীদের কী ধরনের নৈতিকতা শেখাবেন? মন্ত্রী বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়োগে অনিয়মে মন্ত্রণালয়ের সরাসরি করণীয় কোনো এখতিয়ার নেই। বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখতে পারে। তবে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠায় কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি আর্থিক মঞ্জুরি বন্ধ করা ও উপাচার্যকে সরিয়ে দেওয়ার মতো কঠোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।